পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইস্তাহার' সমালোচনা গঠনমূলক নয় / এক অবমূল্যায়ন

সম্প্রতি প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ''কমিউনিষ্ট ইস্তাহার কি আজও প্রাসঙ্গিক'' শিরোনামে যে প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন, তাতে কিছু তাত্বিক-রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কের প্রত্যেকটি বিষয়ই ইতিপূর্বেই অনেক আলোচিত। তবুও প্রাঞ্জল ভাষায় সাবলীলভাবে ইস্তাহারের ''ভবিষ্যৎবাণী''র ব্যর্থতা এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে যেভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে, তাতে দক্ষতা রয়েছে এবং তা অনেকের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। তথ্যগত ভুল ও ভুল ব্যাখ্যায় ভরা এই নিবন্ধের উপসংহারে ইস্তাহারে বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করা হলেও, সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদকে খন্ডন করার প্রয়াসের অংশীদার হয়ে গেছে। তাই এর মধ্যে হাজির করা বেঠিক দিকগুলোকে চিহ্নিত করার তাগিদ হল বর্তমান নিবন্ধের প্রেরণা।

শ্রী চট্টোপাধ্যায় নিবন্ধ শেষ করছেন এই বলে, ''ইস্তাহার তার সমসাময়িক রাজনৈতিক বাদানুবাদে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। তার ভেতর যদি আমরা দৈববাণী খুঁজতে যাই, তাহলে ভুলটা আমাদেরই ইস্তাহার লেখকদের নয়।''

প্রথমত সমাজ-বিজ্ঞানে যে ''দৈববাণীর'' কোনো ঠাঁই নেই সেটা ইস্তাহারকে ধরেই আলাদা করে বলার বিষয় নয়। উপরন্তু এক উদ্দেশ্যে রচিত হলেও তার পরিণতি যে অপ্রত্যাশিতভাবে সুদূরপ্রসারী হবে না তা কে বলতে পারে? উদাহরণ স্বরূপ ''গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা'' রাজনৈতিক বাদবিতণ্ডার জন্য যা মার্কস লিখেছিলেন, কালক্রমে তা হয়ে উঠেছিল সমাজতন্ত্র গঠনের এক সুগভীর তাত্বিক বুনিয়াদ। একই ভাবে ''রাজনৈতিক বাদ-বিতণ্ডার জন্য'' রচিত হলেও সবকিছু ছাপিয়ে করে শতাব্দী অতিক্রম করে ইস্তাহার যে পৃথিবীব্যাপী কমিউনিষ্ট কর্মীদের এতটা প্রেরণা ও দিশা যোগালো, এবং দেশে দেশে শাসক বুর্জোয়াদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো, তার কারণটা তো শ্রী চট্টোপাধ্যায় আমলই দিলেন না। সেটা খোঁজাই তো বেশি জরুরী ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ''শ্রমিক শ্রেণির কোনো দেশ নেই বলে এই সরল ফর্মুলা দিয়ে জাতীয়তাবাদের সম্মোহিনী শক্তিকে প্রতিহত করা যায়নি।'' বলে শ্রী চট্টোপাধ্যায় যা বলেছেন, তা মুদ্রার একদিক। অন্যদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি, ''রুশ বিপ্লব'' যে এক্ষেত্রে অন্যরকম তা ভেবে দেখলেন না? পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে জাতীয়তাবাদী শাসক কুরোমিন্টাংএর হাত থেকেই যে ক্ষমতা দখল করে পৃথিবীর একটা বড় শতাংশ মানুষকে মুক্ত করে কমিউনিষ্টরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল সেটাও তাঁর নজর এড়িয়ে গেল? ভারতবর্ষে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্মোহিনী শক্তি যে প্রয়োজনের তাগিদে মাথা নত হয়ে দেশ ভাগ রুখতে ব্যর্থ হয়, তার কথাও মনে পড়ল না? পার্থবাবু জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দেখাননি। শুধুমাত্র তার ''অসীম'' শক্তির সামনে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আসলে জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসম্পর্ণের দ্বিতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক মার্কা লাইনেই তিনি পড়ে গেছেন।

পার্থবাবু লিখেছেন, ''বিশ্বের অন্যান্য দেশে তা যথেষ্ট প্রভাব ফেললেও তার সব সিদ্ধান্ত সর্বত্র প্রযোজ্য ছিল না। বহু ক্ষেত্রেই তার প্রয়োজন মতো রদবদল করে নিতে হয়েছিল।'' এখানে প্রশ্ন হল তাঁর সব সিদ্ধান্ত ইউরোপেও কি একশো ভাগ প্রযোজ্য? কখনো হয় কি? যুগের সঙ্গে অনেক কিছু বদলায় না? ইস্তেহারের বক্তব্য কোনো অনুশাসিত মতবাদ নয়। একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাশালী গোঁড়া কেউ ছাড়া তা মনেও করবে না। মার্কস নিজের জীবনে নিজেও তার ব্যথিত সাক্ষী, যিনি মনে করেছিলেন যে ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর সম্ভব হবে এবং রাশিয়ায় গ্রামীণ যৌথসমাজ সমাজতন্ত্রে বিবর্তিত হবে। আর অন্যান্য জায়গায় এত যে প্রভাব ফেলল তার রহস্য

কি? একটা কথা বোঝা দরকার যে বিশ্বের যে সমস্ত জায়গায় এর প্রভাব পড়েছিল, সেই সমস্ত দেশে একটা বিষয় সবার ক্ষেত্রে সাধারণ, তা হল ইউরোপ থেকে যতই অন্যরকম হোক না কেন, সেই সমস্ত দেশে বুর্জোয়া শ্রেণির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেটা মূলত উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়েই দেশগুলো একদিকে যেমন সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের, একই সঙ্গে তারা ছিল ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশ। ফলে পুঁজিবাদ সেখানে শাসন-শোষণ চালাতোই। দেশ জুড়ে শোষিত জনতার সম্মিলন, উন্নত জীবনের আকাঙ্খায় বিপ্লবের লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত বিভিন্ন রূপের সংগঠন গড়ে তোলা ইত্যাদির উৎস হল একদিকে যেমন বুর্জোয়া সমাজের গোড়া পত্তন, এবং অন্যদিকে মার্কসবাদের, বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের ঢেউ সেইসব দেশে আছড়ে পড়া। এর বাইরে কেউই ছিলনা। সঙ্গে রয়েছে ইউরোপের দেশগুলির বিশেষত বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সঙ্গে আন্দোলনকারী নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ ও নিবিড় যোগাযোগ। এগুলো খেয়াল না রাখলে সেটা হবে নেহাতই কল্পনাবিলাস মাত্র।

পার্থবাবু লিখেছেন, ''ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে উপনিবেশের ভূমিকার কিছু কিছু দিক মার্কস-এঙ্গেলস্-এর লেখায় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অনেক কিছুই হয়নি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-পুঁজিবাদের উত্থান মার্কসের জীবৎকালে ততটা স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। তাই সেখানকার আদি অধিবাসীদের হত্যা করে কিংবা বাস্তুচ্যুত করে এক বিশাল মহাদেশের সমগ্র ভূখণ্ড যে ইউরোপীয়ান অভিবাসীরা দখল করে নিল, তার কথা মার্কস-এঙ্গেলস লেখেননি। যেমন লেখেননি আমেরিকায় বাণিজ্যিক উৎপাদনে আফ্রিকা থেকে আনা ক্রীতদাসদের ভূমিকার কথা। বিংশ শতাব্দীতে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বপুঁজিবাদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল, তখন তার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। বলা বাহুল্য সেসব আলোচনা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে থাকা সম্ভব ছিল না।"

এই কথাগুলো সম্পূর্ণ অসত্য। মার্কসের কঠিন বই ''পুঁজি''র (১৮৬৭) প্রথম খণ্ডেই তার শেষের দিকের (অংশ-২) সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য বহুল পঠিত চ্যাপ্টারগুলি তো এইসব আলোচনাতেই ভরা। যারা কঠিন বই বলে ছেড়ে দেয়, তারাও শেষের এই অংশগুলো পড়ে নেবার লোভ সামলাতে পারে না। ৩১নং অধ্যায়ের চতুর্থ প্যারা (শিল্প পুঁজিপতির উৎপত্তি) তে এসবের উল্লেখ করেছেন গুরুত্ব দিয়ে। সূত্রায়িত করেছেন যে এগুলোই হচ্ছে পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ের মূল প্রেরণা। ''আমেরিকায় স্বর্ণ ও রোপৌর আবিষ্কার, আদিবাসী জনসমষ্টির মূলোৎপাটন, তাদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা ও খনিগুলিকে তাদের কবরস্থ করা, ইস্ট-ইন্ডিয়া বিজয় ও লুণ্ঠনের প্রারম্ভ, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে 'কালা-আদমী' জোগাড়ের জন্য আফ্রিকাকে পণ্যক্ষেত্রে পরিণত করা, এইগুলি ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদনের যুগের গোলাপ-রাঙা উষাগমের সংকেত।" (পৃ. ৩১০)

''হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির ইতিহাস.... হল বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ, হত্যা এবং নীচতার এক অসাধারণতম সম্পর্কের ইতিহাস।" (পৃ. ৩১১)

''আদিবাসীদের ওপর স্বভাবতই, সবচেয়ে মারাত্মক অত্যাচার চলেছিল ওয়েষ্ট ইন্ডিজের মতো নিছক রপ্তানী ব্যবসায়ে লিপ্ত বাগিচা উপনিবেশগুলিতে এবং ভারতের মতো সম্পদশালী ও জনবহুল দেশগুলিতে, যেখানে চলেছিল লুঠতরাজের অবাধ তাণ্ডব।" (পৃ. ৩১৩)

''ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রক্তলোলুপতা ও মস্তকছেদনকে 'ভগবান ও প্রকৃতি কর্তৃক তাদের হাতে প্রেরিত উপায়' বলে ঘোষণা করে।" (পৃ. ৩১৩-৩১৪)

''নগ্ন লুণ্ঠন, দাসত্ব বন্দনারোপ ও হত্যার মধ্য দিয়ে ইউরোপের বাইরে যে সম্পদ আহরিত হত, তা স্বদেশে হয়ে পুঁজিতে পরিণত হত।" (পৃ. ৩১৪)

এ তো গেল কয়েকটি নমুনা মাত্র। পার্থবাবু এগুলো না পড়েই কি দায়িত্ব নিয়ে এতবড় ভুল কথা বলে ফেললেন? বিস্ময় লাগে যখন পার্থবাবু আরও বলেন, ''আরও একটি বিষয় শুধু ইস্তাহারেই নয়, মার্কসের কোনো লেখাতেই আলোচিত হয়নি। ....ইউরোপে পুঁজির প্রাথমিক বিকাশের জন্য .... মার্কস কিন্তু ধরেই নিয়েছিলেন

গ্রামাঞ্চলের কৃষি আর হস্তশিল্প থেকে যত লোক উৎখাত হবে, তারা সবাই শহরের কারখানায় কাজ পাবে। কিন্তু তা হয়নি। এই বাড়তি জন্যসংখ্যা তাহলে কোথায় গেল? ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের থেকে ছয় কোটি মানুষ আমেরিকা চলে গিয়েছিল। ...তাই অভিবাসনের গন্তব্য স্থান আর প্রতিবেশী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্টের সঙ্গে যুদ্ধের কারণ হিসাবে উপনিবেশ কিন্তু ইউরোপের প্রাথমিক শিল্প পুঁজি সৃষ্টির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। তার সবদিক শুধু কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে নয়, মার্কস বা এঙ্গেলসের অন্যান্য আলোচনাতেও রচিত হয়নি।"

পুঁজির অধ্যায় ২৫ (পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম) পৃ. ২৫৫, ''এখানে স্মরণীয় যে, ইংলন্ডের কৃষি-প্রলেতারিয়েতের প্রসঙ্গেও আমরা অনুরূপ দৃশ্যের নজির পেয়েছি। তবে এদের ক্ষেত্রে তফাৎ এই যে, শিল্পপ্রধান দেশ ইংলণ্ড তার প্রয়োজনীয় মজুরের সংখ্যা পূরণ করে শহর থেকে সেখানে উৎখাত হয়ে যাওয়া ক্ষেত-মজুরের দল আস্তানা গেড়েছে। প্রথমোক্ত দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষেত মজুরকে কারখানার কাজে নিযুক্ত করা হয়। আর শেষোক্ত দেশে যারা বাধ্য হয়ে শহরে মজুরীর হারের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তারা ক্ষেত মজুর হিসাবেই থেকে যায় এবং জীবিকা অন্বেষনে তাদের অনবরত গ্রামাঞ্চলে ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয়।

..... এবং এদের একমাত্র বদ্ধমূল ধারণা হল আমেরিকায় গিয়ে বাস করা। ম্যালথাসীয় সর্বরোগহর দাওয়াই — জনসংখ্যা হ্রাসকরণ, সবুজ আয়ার্ল্যাণ্ডকে আলস্য ও প্রাচুর্যের সেই কল্পনা রাজ্যে পরিণত করেছে।" (পৃ. ২৫৫)

এই উদাহরণটি পার্থবাবুর উপরোক্ত বক্তব্যকে প্রথম অংশটিকে ভুল বলে প্রমাণিত করে। পরের অংশটিকে ভুল প্রমাণ করার জন্য ৩১নং অধ্যায়ে যেতে হবে। ''....এখানে এই ব্যাপারটাকে ইংরেজ রাষ্ট্র পরিচালনবিদ্যার জয় বলে ঢক্কানিনাদ করা হয়েছে যে ইউট্রেক্টের শান্তি সন্ধিতে ইংলণ্ড এসিনেটো চুক্তি অনুযায়ী স্পেনীয়দের কাছ থেকে নিগ্রো-ক্রীতদাস ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ আদায় করে নিয়েছে, যে ব্যবসা এতদিন পর্যন্ত মাত্র আফ্রিকা ও ইংরেজ অধিকৃত ওয়েষ্ট ইন্ডিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে আফ্রিকা ও স্প্যানিশ আমেরিকাতেও চালু করেছে। এর ফলে ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ আমেরিকাতে বাৎসরিক ৪,৮০০ নিগ্রো যোগান দেওয়ার অধিকার ইংলণ্ড লাভ করে। এর দরুণ ঐ একই সময়ে ব্রিটিশ চোরাই চালানের কারবারের ওপরে একটা সরকারী পোষাক চেপে যায়। ক্রীতদাস ব্যবসায় লিভারপুল কেঁপে ওঠে। এটাই ছিল তার আদিম সঞ্চয়নের পদ্ধতি।" (পৃ. ৩২০)

''বস্ত্র-শিল্প যেমন ইংলণ্ডে শিশু-ক্রীতদাস প্রথা চালু করেছিল, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রে তা আগেকার অল্প বিস্তর গোষ্ঠী প্রধান ক্রীতদাস প্রথাকে বাণিজ্যিক শোষণের একটা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল।" (পৃ. ৩২১)

পার্থবাবুর দ্বিতীয় অংশটি ভুল বলে প্রমাণ করে মার্কসের উপরোক্ত কথাগুলি।

পার্থবাবুর আর এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগে আসা যাক। ''অথচ বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া-আফ্রিকার নানা দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিরা কৃষকদের সংগঠিত করে যে সব ব্যাপক আন্দোলন করেছে তার অধিকাংশই এই খুদে মালিকদের সমাজতন্ত্রের আদর্শে গড়া। তারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই চেয়েছে, ছোট চাষীকে নানাভাবে সাহায্য করে তার নিজের জমিতে টিকিয়ে রাখতে। তাই মনে হয়, নিজেদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনুযায়ী আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করার সময় কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের অসুবিধাজনক অংশগুলি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।"

পার্থবাবু বুঝতে চাইছেন না যে একটা প্যামপ্লেট একটি সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী বা একটি দর্শনের সমগ্র পরাকাষ্ঠা হওয়া অবাস্তব। তবুও তর্কের খাতিরে বলতে হয় ইস্তাহারের একেবারে শেষে উল্লেখ আছে, কোন্ কোন্ আন্দোলনকে কমিউনিষ্টরা সমর্থন করে। তাতে রয়েছে, ''পোল্যাণ্ডে তারা সেই দলটিকে সমর্থন করে যেটা জাতীয় মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসাবে ভূমি-বিষয়ক বিপ্লবের (অ্যাগ্রারিয়ান-রেভল্যুশনের) ওপর জোর দেয়, যে দলটি ১৮৪৬ সালের ক্রাকোও অভ্যুত্থান জাগিয়ে তুলেছিল।"

''সংক্ষেপে কমিউনিষ্টরা সর্বত্রই বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বৈপ্লবিক আন্দোলন

সমর্থন করে।" ব্যস্ এশিয়ার বুকে সমস্ত বামপন্থী কৃষক-আন্দোলন এবং কৃষি বিপ্লব ইস্তাহারের সমর্থনে চিত্তশুদ্ধি করে নিল! আত্ম প্রতারণার সবচেয়ে প্রকট জায়গা হল, অ্যাকাডেমিক জায়গা থেকে বিষয়গুলোকে দেখা, তত্বের সঙ্গে অনুশীলনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক না বোঝা এবং সর্বোপরি ইস্তাহার যে কোনো ধর্মগ্রন্থ নয় এটা না বোঝা।

কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লবগুলো সম্পন্ন হয়েছে ইস্তাহারকে মান্যতা দিয়েই, এড়িয়ে গিয়ে নয়। ইস্তাহারে ''শুধুমাত্র প্রলেতারিয়েতই প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণি" একথা বলার একই নিঃশ্বাসে এটাও বলা আছে, ''আগেকার একযুগে যেমন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি এখন শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে যোগ দেয় বুর্জোয়াদের একটা ভাগ, বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের একাংশ, যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্বের দিক থেকে বুঝতে পাওয়ার স্তরে নিজেদের উন্নীত করেছে।" নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের সাধারণভাবে ''রক্ষণশীল" বা ''প্রতিক্রিয়াশীল" বলেও লিখেছেন এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্যশ্রেণির টুকরো হিসাবে অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঠেকাবার জন্য।" ....''আপতিকভাবে যদি এরা বিপ্লবী হয়, সেটা কেবল তাদের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে পড়ে যাওয়াটা আসন্ন, এই বিবেচনা থেকে; সুতরাং তারা সেক্ষেত্রে রক্ষা করে তাদের বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থ, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে তারা গ্রহণ করে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গী।" ''মধ্য শ্রেণির নিম্নস্তরগুলি—খুদে ম্যানুফ্যাকচারার, দোকানদার, সাধারণভাবে ভূতপূর্ব কারবারীরা, হস্তশিল্পী এবং কৃষকেরা— এরা সবাই ক্রমে ক্রমে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নেমে যায়। ....এইভাবে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নতুন নতুন লোক আসে জনসমষ্ঠী থেকে।" (ইস্তাহার প্রথম অধ্যায়, বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়ানরা)

ইউরোপের কৃষক সম্পর্কে যদি এই কথা বলা হয়ে থাকে, তবে পরবর্তীতে চীন, ভারত বা ভিয়েতনামের কৃষকদের বিপ্লবী হয়ে ওঠা, বা বিপ্লবের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠাতে ইস্তাহারের বিপরীতে যেতে হয়না। বর্দ্ধিত অর্থে সেখানে কৃষকদের মধ্যেই প্রলেতারিয়েতের সিংহভাগ থেকেছে। ইউরোপে যা আপতিক কৃষিপ্রধান দেশে তা অনেক সাধারণীকৃত। সেই দিশাই সেখানকার নেতৃত্বেকে পরিচালনা করেছে। লাল সেনা গড়ে ওঠাতে এবং সফল বিপ্লবে ইস্তাহারের অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। ইস্তাহারকে শাসকেরাই বেআইনী ঘোষণা করেছে। বিপ্লবী নেতৃত্ব তাকে গোপন করেনি বা এড়িয়ে যায়নি। সৃজনশীলভাবে মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁরা। ঐসব দেশে কৃষকরাই প্রলেতারিয়েত না হলে কঠিন বিপ্লবী আত্মত্যাগ ও গঠনমূলক ইতিহাস তাঁরা রচনা করতে পারতেন না। ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গে মার্কস দেখিয়েছেন, সৈন্যবাহিনীই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ করবে এটাই স্বাভাবিক। ''কারণ ঐতিহাসিকভাবে সৈন্যদের মধ্যেই মজুরী প্রথা প্রথম চালু হয়।" (এঙ্গেলস কে চিঠি)। ঘটনা হল এরা প্রায় সবাই কৃষক সমাজ থেকে আগত। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবায় বিপ্লবোত্তর সমাজে কৃষকরা সামগ্রিকভাবে পূর্বেকার সমাজের মতো ''অস্তিত্বের লুপ্তি ঠেকানোর" অবস্থায় পরবর্তীতে যে আর থাকেনি, এটা জোর দিয়েই বলা যায়।

প্রসঙ্গত বলা যায় ইস্তাহারের মৌলিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন মার্কস-এঙ্গেলস্ নিজেরা করতে চেয়েছিলেন। তা হল ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ''রাষ্ট্রকে ভাঙার" উল্লেখ। কিন্তু ''দলিল" হয়ে যাবার কারণে ইস্তাহারে পরিবর্তন আনেননি। ইস্তাহারের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় (পরের বছর, ১৮৭২) তা লেখা হয়। ধর্মীয় গোঁড়ামির মতো 'অলঙ্ঘনীয়' বলে চালাননি।

জার্মানিতে প্রথম বিপ্লবের সম্ভাবনা তাঁরা দেখেছিলেন তাই ইস্তাহারে তা বলেছেন। এটা মূল তাত্বিক বিষয় নয়। একটি প্রায়োগিক দিক মাত্র। কিন্তু ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউন ঘটার পর তা বাস্তবেই নাকচ হয়ে যায়। অনেক বিষয় যে সেকেলে হয়ে গেছে তা তাঁরা উক্ত ভূমিকায় লিখেছেন। ''...পরে আরও বেশি করে প্যারিস কমিউনে, যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল। তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচী খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে।" কিন্তু তাঁরা এটা বলেছেন, ''পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থার যতই বদলে যাক না কেন, এই ইস্তাহার-এ উপস্থাপিত সাধারণ মূল নীতিগুলি

আজও মোটের ওপর আগের মতোই সঠিক।"...

''সর্বত্র এবং সবসময়ে মূলনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর।" এশিয়া বা তৃতীয় বিশ্বের কমিউনিষ্টরা মার্কস এবং এঙ্গেলসএর এই সমস্ত কথা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন।

উক্ত ভূমিকায় আছে, ''আজকের দিনে হলে ' অংশটা অনেকদিক থেকে খুবই অন্যভাবে লেখা হত।"

''তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিপক্ষ পার্টি প্রসঙ্গে কমিউনিষ্টদের অবস্থান (চতুর্থ অধ্যায়) সাধারণ মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে। কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে।" এবং ইতিহাসের অগ্রগতি উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশকে এ জগৎ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়েছে।"

''কিন্তু এই ইস্তেহার এখন দলিল হয়ে গিয়েছে, একে বদলাবার কোনো অধিকার আমাদের আর নেই। সম্ভবত পরবর্তী কোন সংস্করণ বার করা হবে যাতে ১৮৪৭ থেকে আজ অবধি ব্যবধান কালটুকু নিয়ে একটা ভূমিকা থাকবে, ..."

শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় কি ইস্তেহারের এই ভূমিকাটা দেখেননি? বোঝেন নি যে ইস্তাহার বা মার্কস কতটা গণতান্ত্রিক? লেনিন, ''মস্ত সূচনা" (দি গ্রেট বিগিনিং) বক্তৃতায় বলেছেন, আমরা কৃষি বিপ্লব শুরু করেছি অক্টোবর বিপ্লবের তিন মাস পর। অক্টোবর বিপ্লবের আগে ব্যাপক কৃষক ঐক্য আমাদের শক্তি যুগিয়েছে। আর মাও-সে-তুঙ বা হো চি মিনকে কি পার্থবাবু মার্কসবাদী মনে করবেন? না নীতি এড়িয়ে যাওয়া নিছক করিৎকর্মা বাস্তববাদী বামপন্থী মনে করবেন? তাহলে অনেক কথা বলা যায়।

পার্থবাবু লিখেছেন, ''আজ অনেকে বলছেন, পুঁজির অধীনে যা সংগঠিত শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্র, মালিক-শ্রমিক সহ তা আজ বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বা কৃষকের স্বার্থের কোনো মিল নেই।" এখানে প্রশ্ন করা যায়, একদিকে যেমন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক যারা দীর্ঘদিন বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন, তারা নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে পেরেছেন, এটাও লক্ষ্য রাখার মতো একটা দিক, অন্যদিকে আবার সংগঠিত শ্রমিক বহু ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে থাকেন। বর্তমান মহামারির বিশ্ব পরিস্থিতিতে তা আরও খোলাখুলিভাবে সামনে এসেছে। সমস্ত ধরণের শ্রমজীবি মানুষ আজ কম বেশি এক সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন। ভারতে নতুন কেন্দ্রীয় শ্রম আইন ও কৃষি আইন একই জনবিরোধী সূত্রে গাঁথা। ফলে পার্থবাবুর যুক্তি কার্যত টিকছে না। ইতিহাসের শীর্ষ বিন্দুতেই আসল সত্য খুব বেশি প্রকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও সাধারণ সময়ে সেটা ঢাকা থাকে। সেজন্য অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ও অন্যকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

পার্থবাবু লিখেছেন, ''ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণি বাণিজ্য বৃদ্ধির লোভে কেমনভাবে অসভ্য জাতিদের বিদেশী বিদ্বেষের বেড়া ভেঙে তাদের জোর করে সভ্য জাতের সঙ্গে লেনদেনে বাধ্য করেছে। ইস্তাহারের ভাষা থেকে স্পষ্ট এই প্রক্রিয়া নিষ্ঠুর হলেও তা মানব সমাজের প্রগতির জন্য জরুরী ছিল।" এখানে বোঝাপড়া নিয়ে পার্থবাবুর সাথে দ্বিমত আছে। ইস্তাহারে দেখি, ''জাতিগুলিকে বাধ্য করে সেই বস্তু গ্রহণে যাকে তারা বলে সভ্যতা—অর্থাৎ বাধ্য করে তাদেরও বুর্জোয়া বনতে।" এখানে ''যাকে তারা বলে সভ্যতা" কথাটির মধ্য দিয়ে মার্কস তীর্যকাকারে সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর নির্মোহ দৃষ্টিরই পরিচয় রাখলেন ইশারায় যা একজন সমঝদারের পক্ষে যথেষ্ট। ওরিয়েন্টালিজম্ এর দায়ে তাঁকে ফেলা মুস্কিল। ''প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী" করার কথাও ইস্তাহারে রয়েছে। ''এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণি নিজের ছাঁচে জগৎটাকে গড়ে তোলে।" (মার্কস ও এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৭)

আর উপনিবেশের জনগণের লড়াইগুলির সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস এতটাই যুক্ত করেছিলেন নিজেদেরকে (মধ্যজীবন থেকে) যে কার্ল মার্কস নিজে ''পুঁজি"র অন্য খণ্ডগুলি নিজের জীবৎকালে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে যেতে পারেননি। রাশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতীয় উপমহাদেশ, চীন ইত্যাদির জনজীবন ও সমাজ সম্পর্কে পড়াশোনা করতে ও লিখতে, সমাজকে বুঝতে বিভিন্ন ভাষা শিখতে শুরু করেন। যেমন রাশিয়ান ভাষা, ভারতবর্ষ সম্পর্কে শেষের

দিকের লেখাগুলোতে বাংলা ভাষার বহুল প্রয়োগ অনেককেই অবাক করে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মৃত্যুর অল্প আগে আফ্রিকার আলজিরিয়াতে থেকে এসেছিলেন কিছু দিন। মুসলমান সমাজকে বুঝতে চেয়েছিলেন। এহেন ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে ওরিয়েন্টালইজম এর নাম করে অভিযোগ আনার প্রচেষ্টা ওয়াকিবহাল মহলকে আঘাত করে।

পার্থবাবুর অভিযোগ, ''কিন্তু অন্যদিকে সেই ভয়াবহ ঘটনাবলী যে স্থবির প্রাচ্য সমাজকে তার স্বাভাবিক অনড় অবস্থা কাটিয়ে সচল হতে বাধ্য করেছে, সে কথাও মার্কস লিখতে ভোলেননি। তাই বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয়ানদের সাম্রাজ্য বিস্তার একদিকে যেমন অত্যাচার আর হিংসার কাহিনি, অন্যদিকে তা ঐতিহাসিক প্রগতির প্রস্তুতিপর্বও বটে।''

ইস্তাহারের মতে পুঁজিবাদ হল দাসত্বের রূপের পরিবর্তন মাত্র। ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে এঙ্গেলস্-এর অ্যান্টিডুরিং এর 'ফোর্স থিওরি'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে রয়েছে, ক্রীতদাস প্রথা এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় বিপ্লব। কারণ তা প্রাচীন গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে বিরাজমান ভিন-গোষ্ঠীকে পরাজিত করে হত্যা, এমনকি ভক্ষণ করার প্রথার অবসান ঘটায়। ক্রীতদাস প্রথা শ্রেণি বিভাজনের মাধ্যমে উৎপাদিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিল। ''এই অর্থে প্রাচীনকালের ক্রীতদাস প্রথা না থাকলে দীর্ঘকালক্রমে আজকের আধুনিক সমাজতন্ত্রও অসম্ভব ছিল।'' শ্রেণির আবির্ভাবকে এভাবেই মার্কসবাদীরা দেখে থাকে। এতে যদি তাদেরকে ক্রীতদাস প্রথার লুক্কায়িত সমর্থক বলে আখ্যা দেয়, তবে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করা যায় তিনি কি, প্রাচীন গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমজাটাই আজও অবধি টিকে থাকার সমর্থক?

ইস্তাহার লিখছে, ''আজ পর্যন্ত সব ধরণের সমাজ গড়ে উঠেছে অত্যাচারী আর অত্যাচারিত শ্রেণির—বিরোধের ভিত্তিতে। কিন্তু কোনো শ্রেণির উপর অত্যাচার করতে হলে সেটা যাতে তার দাসোচিত অস্তিত্বটুকু অন্তত চালিয়ে যেতে পারে এমন কিছুটা নিশ্চিত করতে হয়।'' ....''বুর্জোয়া শ্রেণি শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ সেটা দাসত্বের মধ্যে দাসেদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম, দাসকে এমন অবস্থায় না রেখে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে খাবার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়।''

এর মধ্য দিয়ে কি বুর্জোয়া সমাজকে ঐতিহাসিক প্রগতির প্রস্তুতি পর্ব বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? পরবর্তী কালেও অন্যান্য গ্রন্থে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তোরণকে ''নেতির নেতি'' বলার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে পুঁজিবাদকে এককথায় ''প্রগতির প্রস্তুতি পর্ব'' বলার অভিযোগ এক মামুলী সরলীকরণ।

কেবল অত্যাচারের কাহিনিই নয়, সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্বের যাথার্থ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মার্কস তাই ইস্তাহারে লিখেছেন, বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ দুই-ই সমান অপরিহার্য। পরবর্তীকালে পুঁজি গ্রন্থে মার্কস দেখিয়েছেন, ''অর্থ যদি পৃথিবীতে আসে এক গালে সহজাত রক্তচিহ্ন নিয়ে, তবে পুঁজি আসে আপাদমস্তক ও প্রতিটি রোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরাতে ঝরাতে।'' (পুঁজি, পৃ. ৩২২) এতে কি মনে হচ্ছে পুঁজিবাদকে তাঁরা প্রগতির প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে দেখতেন? ''বস্তুত ইউরোপে মজুরী-শ্রমিকদের প্রচ্ছন্ন ক্রীতদাসত্বের জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন পৃথিবীতে খাঁটি ও সরল ক্রীতদাস প্রথার বেদী নির্মাণ।'' (পুঁজি, পৃ. ৩২১) হয়তো সবচেয়ে ক্ষতিকারক সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে দেখতেন তাঁরা।

সবশেষে একটি তথ্যের ভুল ধরিয়ে দিয়ে কথা শেষ হবে। 'উপনিবেশ' চ্যাপ্টারে শ্রী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ''রুশ বিপ্লবের পর তৃতীয় ইন্টার ন্যাশনালেই প্রথম এশিয়া আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। সেসব দেশের প্রতিনিধিরা সেই আলোচনায় সক্রিয় অংশ নেন।'' এখানে মারাত্মক একটি ভুল রয়েছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকএর ষষ্ঠ কংগ্রেসে আমস্টারডামে (১৯০৪) ভারতবর্ষ থেকে দাদাভাই নৌরজী (ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তিন বার মোট কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন, ড্রেন থিওরির জন্য বিখ্যাত) সদ্যস্য হিসাবে উপস্থিত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জোরালো সওয়াল করেন। এরকম একটা বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত ঘটনা যে পার্থবাবু জানেন না তা বিশ্বাস হতে চায় না।

ইস্তাহার ঘোষণা করে, ''কমিউনিষ্টদের তত্ত্বকে এই এক কথায় চুম্বক করা যায় ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।'' কমিউনিষ্টদের কৌশলের বুনিয়াদ ঘোষণা আছে ইস্তাহারে। ''শ্রমিক শ্রেণির আশু লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য উপস্থিত স্বার্থ হাসিল করার জন্য কমিউনিষ্টরা লড়াই করে থাকে, কিন্তু বর্তমান আন্দোলনের মধ্যে তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, সেটার রক্ষক।'' ইস্তাহারের একেবারে শেষাংশে সারসংকলন হয়েছে এইভাবে ....''সংক্ষেপে, কমিউনিষ্টরা সর্বত্রই বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন করে। এই সমস্ত আন্দোলনেই তারা প্রত্যেকটির প্রধান প্রশ্ন হিসাবে সামনে তুলে ধরে মালিকানার প্রশ্ন, মালিকানার বিকাশের মাত্রা তখন যা-ই থাক না কেন।

শেষ কথা, সকল দেশের গণতন্ত্রী পার্টিগুলির মধ্যে সম্মিলনী আর বোঝাপড়ার জন্য তারা সর্বত্র কাজ করে। নিজেদের মতামত আর লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিষ্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত বিদ্যামান সামাজিক পরিবেশের বলপূর্বক উচ্ছেদ দিয়ে।''

এই সমস্ত নীতিমালা গোটা পৃথিবী জুড়ে আজ পর্যন্ত সর্বত্র চির-নবীন হয়ে রয়ে গেছে। এগুলোই ইস্তাহারের সারকথা। তাই ইস্তাহার আজও এত জনপ্রিয়, মার্কসের পরবর্তীতে লেখা, তুলনায় অনেক গভীর বিশ্লেষণাত্মক লেখাগুলোর চেয়েও অনেক বেশি মর্মভেদী, সোজাসাপটা এবং উদ্দীপনাময়।

শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা কেউ যদি মনে করেন বর্তমান কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর বিকল্প অন্য কোনো ঘোষণাপত্র বার করার দরকার রয়েছে, তবে তা তাঁরা বের করুন। তখন অনেকেই ভেবে দেখবে তাঁদের বক্তব্য।

নবকুমার বিশ্বাস